STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Worksheet -16

Class- III

Subject-2nd language Bengali

Topic- Prose

Date- 3/06/20

Time limit- 30 minutes

'আবদুল মাঝির গল্প' গল্প টি নীচে দেওয়া হল। তোমরা গল্পটি ভালো করে পড়ো এবং নিচের দাগ দেওয়া শব্দগুলোর বানান ও শব্দের অর্থ মুখস্থ করে না দেখে একটি পৃষ্ঠায় লেখ। তারপর পৃষ্ঠাটি তারিখ অনুযায়ী যত্নসহকারে ফাইলে রেখে দাও।

আবদুল মাঝির গল্প

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

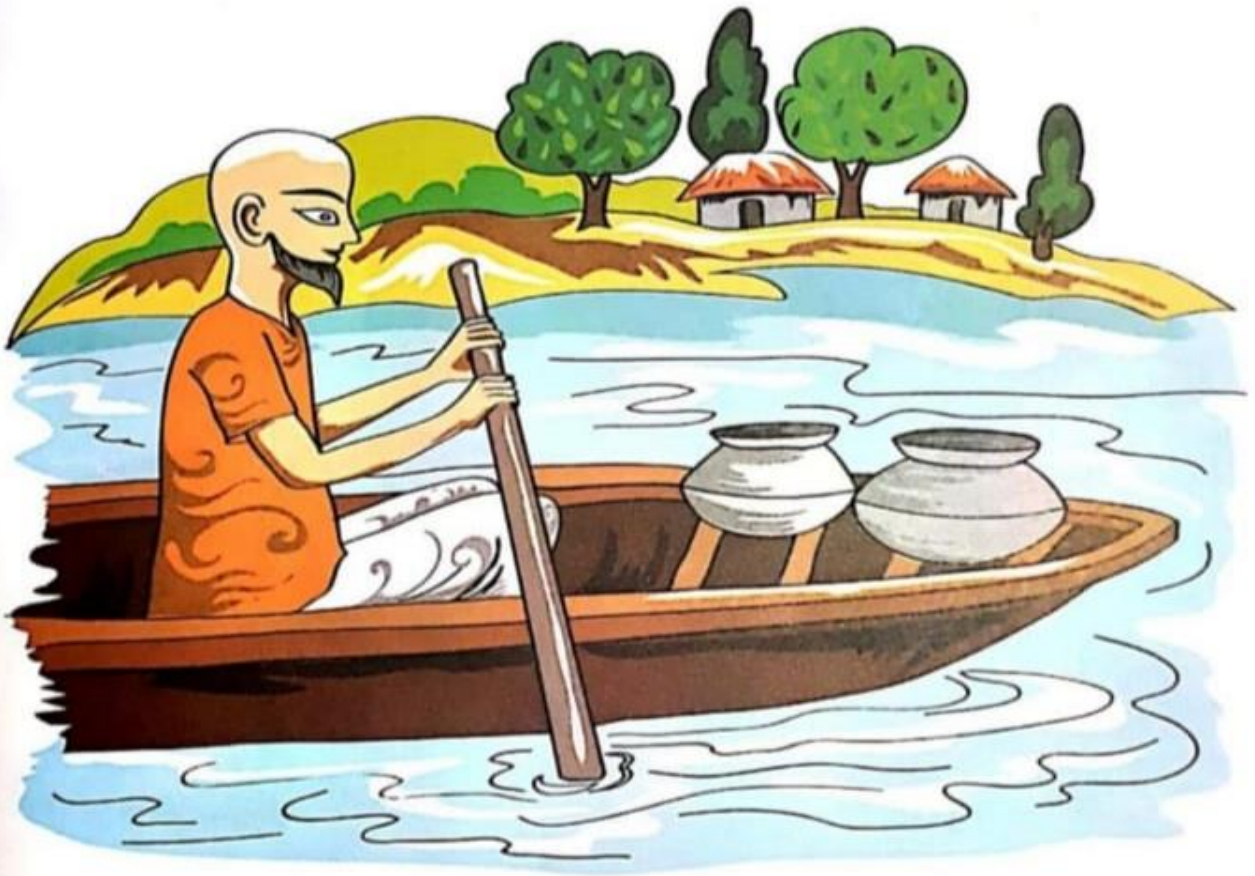

আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ, আর কচ্ছপের ডিম। সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকাটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পোই নয়। বার বার বলতে লাগলুম, 'তারপর?' সে বললে, 'তারপর সে এক কাণ্ড! দেখি এক নেকড়ে বাঘ, ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময় সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটে পাকুড়

গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল, গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, 'আও বাচ্ছা!' সে সামনের পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্য যতই ছট্‌ফট্ করে, ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, সে মরে গেল নাকি?' আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?' আবদুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়

ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদী থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ওই দানো গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তার পরে?' আবদুল বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।'

মূলবক্তব্য:- লেখকের ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়িতে আবদুল মাঝি প্রায়ই আসতেন লেখকের দাদার কাছে। সঙ্গে নিয়ে আসতেন পদ্মানদীর ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম। এর সাথে তিনি বিভিন্ন আজগুবি গল্প শোনাতেন, সেইসব গল্প নিয়েই আলোচ্য কাহিনী।

শব্দার্থ:- ছুঁচলো - ছুঁচের মত সরু।
চত্তির মাস - চৈত্র মাস।
ডিঙি - ছোটো নৌকা।
তুফান - প্রবল ঝড়।
রশি - দড়ি।
কাছি - মোটা দড়ি।
গঞ্জ - হাট।
গাপ্পো - গল্প।
নাল - লালা।
এক ক্রোশ - দু মাইলের কিছু বেশি।
লাইসেন্স - সরকারি অনুমতিপত্র।
দানো - দানবের মতো।
তলিয়ে গেছে - ডুবে গেছে।